মামুন রশীদ

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা

২০০৮ সালের ২৮ এপ্রিল পালিত হল বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ শিক্ষাব্যবস্থার ৫০ বছর পূর্তি। দিবসটি উপলক্ষে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সাবেক ছাত্রদের সংগঠন ওল্ড ফৌজিয়ানস্ এসোসিয়েশন, ক্যাডেট কলেজ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং দেশে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সাবেক ক্যাডেটদের অবদান স্মরণ করা হয়। স্মরণ করা হয় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন যে ক্যাডেটরা তাদের কথা। 'বীরত্বের' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের নিয়ে আলোচনা তো ছিলই। জানতে পারলাম এ যাবৎ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ২৪০০ জন ও অন্য ক্যাডেট কলেজগুলো থেকে আরও ৭০০০ জন ক্যাডেট পাস করে বেরিয়েছেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছেন। গেল এক বছরে তার সঙ্গে হয়তো আরও ৫০০ জন যোগ হয়েছে। অধুনা ফেনী ও জয়পুরহাটে আরও দুটি মেয়েদের ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই নিয়ে দেশে ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২টিতে, যার মধ্যে তিনটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

১৯৭৪ সালের ১৭ আগস্ট যোগ দিয়েছিলাম ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ক্যাডেট কলেজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অনেক সমালোচনা শুনতে পেয়েছি— বহুল ব্যয়ের একটি প্রতিষ্ঠান, একটি তথাকথিত 'এলিট শ্রেণী' গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান, সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজ যখন দেখতে পাই শুধু ক্যাডেট কলেজে প্রবেশের সুবাদেই সাধারণ সরকারি কর্মকর্তা, কলেজ শিক্ষক এমনকি কৃষকের ছেলেমেয়েরা পেয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা, পৌঁছতে পেরেছে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, দেশজ সংস্কৃতি ও কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করে চলেছে, তখন আগের সমালোচনাগুলো নিয়ে কেমন যেন খটকা লাগে।

কৈশোর ও যৌবনের ৬টি বছর আমরা পার করেছি ক্যাডেট কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানে। অনেকে দুষ্টুমি করে বলেন— সেমি জেলখানা। শুধু শরীর চর্চা, খেলাধুলা, বিতর্ক কিংবা টিমবিল্ডিং নয়, বুদ্ধিমত্তা জোগানোতেও ক্যাডেট কলেজ পালন করেছে আমাদের জন্য একটি মুখ্য ভূমিকা। সেই ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠা, নামাজ পড়ে শরীর চর্চা বা পিটি/প্যারেডে যাওয়া, দুপুর পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে পাঠ, দুপুরে কোয়ায়েট টাইম বা বিশ্রাম, বিকালে খেলাধুলা, সন্ধ্যায় নামাজ, তারপরে প্রিপারেশন বা পাঠ প্রস্তুতি ক্লাস, রাতে সময় করে ঘুমোতে যাওয়া, রোববারে ক্লাব একটিভিটি, তথ্যকেন্দ্রে দেশ-বিদেশের আশ্চর্যজনক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, দেয়াল পত্রিকা বের করা, সুইমিং/বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, নৌকাবাইচ, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদি সবই একজন তরুণের যুৎসই বিকাশে সহায়তা করে।

শিশুর মনন গঠনে ধীরে ধীরে যেমনটি কমে আসছে পরিবারের ভূমিকা তেমনিই বাড়ছে বিদ্যালয়ের, শ্রেণীকক্ষের, বন্ধুবান্ধব কিংবা বিদ্যাপীঠের ভূমিকা। সেই কারণে ক্যাডেট কলেজ এগিয়ে আসতে পেরেছে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় একটি 'লোকবল' তৈরি করতে। আমার মনে আছে আমাদের সময় প্রিয় পত্রিকা ছিল 'সচিত্র সন্ধানী'। আমরা হৃদয় দিয়ে আবৃত্তি করতাম আবুল হাসান, আসাদ চৌধুরী আর শামসুর রাহমানের কবিতা। মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' পঙ্‌ক্তিটি। বিতর্কে ভালো করার জন্য প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে ও গোরা'র বিভিন্ন লাইন। লেনিন কিংবা কার্ল মার্কসেরও প্রথম পাঠ আমাদের হয়েছে ক্যাডেট কলেজে। এখনও মনে পড়ে লেনিনের 'এক কদম আগে দু'কদম পিছে' বইটির কথা। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অকালে প্রয়াত অধ্যাপক মোহাম্মদ জাকেরউল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন জগতের সঙ্গে। পড়েছিলাম খান মোহাম্মদ ফারাবী, নির্মলেন্দু গুণ, হাসান হাফিজ, সুকান্ত কিংবা চেগুয়েভারাও।

পত্রমিতালীর মেয়ে বন্ধুকে লেখার জন্য 'সুকান্তের চিঠিপত্র' কিংবা যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' ছিল অনেকেরই গাইড লাইন। মনে পড়ে নজরুল ইসলাম স্যার কি দরদ ভরে পড়িয়ে ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস কিংবা জীবনানন্দ দাশ ও ইয়েটসের তুলনামূলক পর্যালোচনা। জাকেরউল্লাহ স্যার বিশ্বের বিভিন্ন 'বিচিত্র সংবাদ' কি আশ্চর্য সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিতেন আমাদের সঙ্গে। তেমনই ছিল আবুল আশরাফ নূরের শেকসপিয়রসহ ইংরেজি সাহিত্যের অনেক প্রবাদ পুরুষকে নিয়ে আলোচনা। অবশ্য এর পুরোটাই ছিল পাঠ্যসূচির বাইরে।

ক্যাডেট কলেজে দুষ্টুমির জন্য শাস্তি ছিল। প্রচুর শাস্তি পেয়েছি আজকের সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল ইকবাল করিম, মেজর জেনারেল হামিদ এবং ডা. মোতাহারীর কাছ থেকে। কিন্তু তা যেন ছিল 'পার্ট অব লাইফ'। তা আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করেছে বড় ভাইদের সঙ্গে, ক্যাডেটদের সঙ্গে। এখন শুনছি ক্যাডেট কলেজে শাস্তি নেই, তাই গড়ে উঠছে না সিনিয়র-জুনিয়র নিবিড় বন্ধুত্বও, যা টিকে থাকে অনেক অনেক দিন পরেও। এখনও ক্যাডেট কলেজ ক্লাবে গেলে সিনিয়র 'ভাইদের সঙ্গে টিপ্পনী কাটি অতীতের শাস্তি নিয়ে।

ক্যাডেট কলেজ শিক্ষা দিয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধ, শিক্ষা দিয়েছে দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা। দেখতে পাই একটু বিপদেই কিভাবে এগিয়ে আসেন ক্যাডেট কলেজের ভাইরা, বন্ধুরা। আজ উনত্রিশ বছর পরেও প্রতিদিন যেন শুনতে পাই ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় হাবিলদার মেজর বারেকের সেই বাঁশি। এখনও একদিনের জন্যও মিস হয়নি ঠিক সময়ে শয্যা ত্যাগ, অফিসে আসা, দিনের কাজ দিনে শেষ করা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনে হয় সেই অমোঘ বাণী 'কথা নয় কাজ'। যেন নিজেকে সাবধান করার জন্য 'অটোমেটিক অডিট'। ব্যাঘাত ঘটেনি সিনিয়রদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর বিষয়টিতেও। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ হয় অধ্যাপক রফি ইমাম, অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র দে, অধ্যাপক আবুল কাশেম, ব্রিগেডিয়ার শামসুল ইসলাম; কর্নেল মুজিবর রহমান, অধ্যাপক এটিএম নাসির চৌধুরী, ক্যাপ্টেন বাচ্চি খান, ডা. এলএ খান, মেজর শাহেদুল ইসলাম, মেজর মালজার রহমানসহ অনেক মানুষ গড়ার কারিগরকে। যাদের শিক্ষা-দীক্ষায় আজও এগিয়ে চলছি, এগিয়ে চলেছেন আরও অনেক সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তা, গবেষক, ব্যাংকার, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংসদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী।

উল্লিখিত সেমিনারে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। আমি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে চাই। এজন্য যে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি তথা জাতীয় পুঁজি সৃষ্টি করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা— সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব। এই বিষয়টি আর অনুভূত হচ্ছে যখন আমাদের পুরো দেশটি প্রায় ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী কেউই তাদের সন্তানদের ঢাকার নামকরা কয়েকটি স্কুল, কলেজের বাইরে পাঠাতে চান না এবং মফস্বলে বা জেলা শহরগুলোতে ভালো শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব বড়ই অনুভূত হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক হলেও সফল উদ্যোক্তারা ঢাকার বাইরে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারছেন না মফস্বলে তাদের কর্মকর্তা বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের সন্তানদের ভালো লেখাপড়ার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নেই বলে। যদি আরও বেশকিছু ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম তথা মফস্বল কিংবা জেলা সদরের ছেলেমেয়েদের আরও বেশি করে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক শিক্ষা দেয়া যায়, কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তাহলেই কেবল আমাদের নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ হবে অবারিত। আধুনিক শিক্ষার বিকল্প নেই। কেবল বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাই সমাজে সৃষ্টি করতে পারে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। ক্যাডেট কলেজগুলো বিগত ৫১ বছরে প্রমাণ করেছে সত্যিকার শিক্ষিত লোক অবশ্যই হবে পরমতসহিষ্ণু, উদার ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। কর্নেল মরিস ব্রাউন বা উইলিয়াম পিটের শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কখনও পেছনে যেতে পারে না, এগিয়ে তাদের যেতে হবেই। তুলে ধরতে হবে বিশ্বসভায়— বাংলাদেশের নাম ও মান। আর সেই নাম আর সম্মানের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে একটি ভবিষ্যৎমুখী সমৃদ্ধ ভ্রাতি।

মামুন রশীদ : ব্যাংকার ও সংগীত বিশ্লেষক

19 AUG 2009